"সংকটের আবর্তেঃ স্বার্থকভাবে চতুর্থ পথ অবলম্বনকারী গণ"

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

উহারা একে একে আসিয়াছিল সীমা নাই, অন্ত নাই, বিলয় নাই এমনি এক জগত হইতে অন্য এক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জগতে। এ জগতে আসিয়া উহারা বেশ সুখী। ক্ষুধা নাই, দারিদ্রতার ছাপ নাই, মিথ্যা নাই, অন্যায়- অবিচার কোনটাই নাই। খাইবার জন্য অপরের কাছে হাত পাতিতে হয়না। কোথা হইতে যেন সবই আসিয়া উপস্থিত হয়। এমনি সুখের মাঝে প্রত্যেকেই নিজেদের জগতে বেশ সুখেই ছিল কিন্তু কাল্ হইয়া দাঁড়াইল শারীরিক বৃদ্ধি। যেহেতু খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে সেহেতু বৃদ্ধি তো ঘটিবেই। কারন উহারা তো জীব, বৃদ্ধি জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৃদ্ধি কখনো সুখের আবার কখনো দুখের। উহারা এমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল যে নতুন পৃথিবীতে আর থাকিবার জো রহিল না। কোন জীব যখন বৃদ্ধি পাইয়া তাহার সমস্ত পৃথিবী সে দখল করিয়া বসে তখন তাহাকে বাঁচিবার জন্য তাহার নিজের পৃথিবী বৃদ্ধি করিতে হয় নতুবা অন্য কোন অসীম জগতে পদার্পন করিতে হয় কিন্তু অত্যান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাহারা বৃদ্ধি পাইল তাহারা ইহার কোনটাই করিতে পারে না তাই একদিন হাত-পা ছুঁড়িয়া সেই জগত হইতে মুক্তি কামনা করিতে লাগিল। উহাদের আবেদন একদিন সত্য-সত্যই মঞ্জুর হইল এবং কোন এক দৈব শক্তি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হইতে মুক্ত করিয়া বিশাল জগতের মাঝে এক এক করিয়া ছাড়িয়া দিল। নতুন জগতে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই উহারা হোঁচট খাইল। পেটের ভেতরের ক্ষুধার বিষাক্ত কালসাপটা ফণা তুলিয়া হিঁস্ হিঁস্ করিতে লাগিল। কিন্তু উহারা কি করিবে? সবে তো নতুন আসিয়াছে। এ জগতের কোন কিছুর সহিত পরিচিত নহে বা নিয়ম-কানুন ও জানেনা। অগত্য কি আর করা- ওঁয়া.....ওঁয়া.....বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এ চীৎকারে সুবিধাই হইল, কে যেন পেটের ভেতরের ক্ষুধার বিষাক্ত কালসাপটাকে একনিমেষে ঠান্ডা করিয়া দিল আর কালসাপটা ঠান্ডা হইবার পর শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এমনি কর্মে দিনে দিনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল এবং পূর্ববৎ জগতে যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল এ জগতে ও সেই বৃদ্ধি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে বৃদ্ধি কখনো কাল হইয়া দাঁড়ায়, আবারও তাহাই হইল। উহাদের আপাদমস্তক এমনিভাবে বাড়িতে লাগিল যে সে জীবন হইতে ও একদিন মুক্ত হইতে হইল। এখন ক্ষুধার বিষাক্ত কালসাপটাকে নিজ হস্তে নিবৃত্ত করিতে হয়। তবে সুবিধা হইল এই যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত দেহ লইয়া নিজেরাই তাহা করিতে পারে যদিও নতুন পৃথিবীতে সংগ্রাম করিয়া অপরের কাছ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় এবং হস্ত দ্বারা মুখের সম্মুখে আনিয়া গলাধঃকরণ করিলেই হইল সব শান্তঃ সব নিরব। এমনি করিয়া অসহায় জগতে সহায় খুঁজিয়া পাইল এবং দেখিল যে উহাদের চারিপার্শ্বে উহাদেরই স্ব-জাতীয়রা একে একে আসিয়াছে। নব-আগত গণ সকলের সহিত একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া মহা আনন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু আবারও বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা পূর্বে আসিয়াছে তাহারা বলিতে লাগিল যে এ জগতে ফুল আছে আবার ফুলের সাথে কাঁটা ও আছে। কেহ কেহ দুর্গন্ধযুক্তফুলকে সুবাসিত করিয়াছে, আবার কেহ কেহ সুবাসিত ফুলকে দুর্গন্ধযুক্ত করিয়া জীবনটাকে ধ্বংস করিয়াছে। যাহারা পরে

আসিয়াছে তাহাদের কেহ কেহ বলিতে লাগিল "তোমাদের কথা বুঝিতে পারিতেছি না" তখন পূর্বে আগত গন বুঝাইয়া বলিল যে এ জগতে বাঁচিতে হইলে পাঁচটি মৌলিকতার প্রয়োজন রহিয়াছে যার মধ্যে একটি সুবাসিত ফুল যাহা অর্জন করিতে পারিলে বাকী চারটি অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে কিন্তু চতুর্থ নম্বরে যে মৌলিকতা রহিয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবে না। তবে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে চতুর্থ মৌলিকতা অর্থাৎ সুবাসিত ফুলকে অর্জন করিতে হইলে দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। যাহারা পরে আসিয়াছে তাহাদের কেহ কেহ বলিয়া উঠিল 'দীর্ঘ দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সুবাসিত ফুলের সুবাস আমরা চাহিনা, বাকি চারটি লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট, আবার কেহ কেহ লোভের বশর্বতী হইয়া একটি দিয়া পাঁচটিকেই অর্জন করিতে চাহিল বিধায় উভয়ের কর্মপথ ভিন্ন হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং কর্মপথ ও ভিন্ন হইয়া গেল। ভিন্ন পথ আর ভিন্ন কর্মপন্থা লইয়া উহারা সম্মুখে আগাইয়া যাইতে লাগিল। যাহারা পুষ্পরুপী চতুর্থ পথ অবলম্বন না করিয়া সম্মুখে আগাইতে লাগিল তাহারা ভাবিতে লাগিল চতুর্থ পথ অবলম্বনকারীগণ সুখী আবার যাহারা চতুর্থ পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহারা ভাবিতে লাগিল চতুর্থ পথ বরখাস্তকারীগণ সুখী তাই উভয়ের মাঝে আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং কথা-বার্তা এমনকি সর্বদিক হইতে পার্থক্যসূচীত হইতে লাগিল। এমনি ভাবে চলিতে চলিতে জীবনের মধ্যাহ্ন গগণে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত অনেক বাধার পথ অতিক্রম করিতে হইল। ইতিমধ্যে দু'চারিজন প্রত্যাশা আর প্রপ্তির মাঝে বিশাল ব্যাবধান প্রত্যক্ষ করিয়া মাঝপথে আসিয়া চতুর্থ পথ ছড়িয়া দিয়া বাকি পথ অবলম্বনকারীদের দলে মিশিয়া তৃতীয় দলে পরিণত হইল। এখন উহারা উভয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করিয়া আরও সম্মুখে আগাইতে লাগিল। এক পর্যায়ে উহারা সকলেই জীবনের মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছিয়া গেল। মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছিয়াই সকলে বুঝিতে পারিল কিসের যেন এক শূন্যতা বিপরীত লীঙ্গের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে যাহার মাধ্যমে নব-প্রজাতী আনয়ন করা সম্ভব। চতুর্থ পথ অবলম্বন কারীরা বাকি চারটি মৌলিকতাকে জীবনে আনয়ন করিতে পারে নাই বিধায় সেই শূন্যতাকে পূরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। কিন্তু অন্য দু'দল কিছুটা হইলে ও আয়ত্বে আনিতে পারিয়াছে বলিয়া খুব সহজেই বিপরীত লিঙ্গকে আমন্ত্রন জানাইতে পারিল এবং পাইলও বটে। যাহারা পাইল তাহারা ভাবিতে লাগিল সু-গন্ধ যুক্ত চতুর্থ মৌলিকতা তাহারা নাই বা পেল বাকি চারটি তো পাইয়াছে। বাঁচিতে হইলে বাকি চারটি মৌলিকতার আবশ্যতা কম নহে। এবারে চতুর্থ পথ অবলম্বনকারীদের চমক ভাঙিল। উহারা ভাবিতে লাগিল তবে কি ভুল করিয়াছে? অনেকে অবশ্য নিশ্চিত হইল সত্যি সত্যি ভুল করিয়াছে। সেই চতুর্থ পথের প্রাপ্তি আর কতদুর, কখন জীবনে আসিবে সেই কাঙ্খিত সফলতা, তাহারা ক্লান্ত - পরিশ্রান্ত। জীবনের এ পর্যন্ত আসিতে কত নদী, কত সরোবর তাহারা পাড়ি দিয়াছে। এ নদী এবং সরোবর পাড়ি দিতে যে তরণীর আবশ্যকতা ছিল উহারা বাহুকষ্টে সেই তরণীকে নিজ নিজ বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা দ্বারা নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছে আর তাহাতে আরোহণ করিয়া সর্বশেষ বড় তরণীর প্রতাশা করিয়াছে যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই কাঙ্খিত ফুলের সুমধুর সুবাস মাখিয়া বাকি দু'দলের চাইতে উন্নত হইয়া জীবনকে পূর্ণ করিবে। প্রতীক্ষার

একদিন অবসান ঘটিল, উহারা বড় তরণীর সন্ধান পাইল আর তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইল চতুর্থ মৌলিকতা অর্থাৎ সুবাসিত ফুলের স্বরূপ। ওইতো দেখা যাইতেছে সুবাসিত ফুল কিন্তু তাহার গন্ধ কোথায়? আর সেই ফুলের চারিধারে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে উহারা কোন প্রজাতী? দেখিয়া উহাদের স্ব–জাতীয় মনে হইতেছে কিন্তু আচার – আচরণ কার্যাবলী অন্যান্য ভয়ংকর প্রজাতীদের মত দেখা যাইতেছে কেন? একই প্রজাতীর মাঝে উভয়রুপ এ যে অবিশ্বাস্য কথা! তাহারা ভুল দেখিতেছে না তো! মনে হইতেছে তাহারা ভুল দেখিতেছে তাই তাহারা তাহাদের চোখ দু'টিকে কচলাইয়া পূর্ণবার চাহিল। এবারে তাহারা দেখিতে পাইল বাহ্যিক গঠন তাহাদেরই মত কিন্তু তাহাদের অন্তরকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বাকি চারটি অধিকরূপে পাইবার লালসা তাই তাহাদের বাহ্যিক গঠন ঠিকই আছে কিন্তু আত্মিক গঠন পরিবর্তিত হইয়া যে সমস্ত প্রজাতী তাহাদের শত্রু তাহাদের সহিত সখ্যতা গড়িয়া মিশ্ররূপে ধারণ করিয়াছে। এখন উহারা শুধু শত্রু নয়, ভয়ংকর শত্রু এ জন্য যে উহারা কখনো এ প্রজাতী আবার কখনো অন্য প্রজাতী যাহা সুযোগ পাইলে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া প্রভুত ক্ষতি সাধন করতে পারে। তরণীতে আরোহণকারী নব যাত্রীদলের অভ্যন্তরে যাহারা ছিল তাহাদের কেহ কেহ ভাবিতে লাগিল সুবাসিত প্রস্ফুটিতফুলের সুগন্ধ এবং রূপ যাহারা বিনষ্ট করিয়াছে তাহাদের সহিত আপোষ করিবেনা। বাস্তবে না পাইলেও কল্পনার চক্ষুতে সুবাস এবং রূপ প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া অন্তরের মাঝে কল্পিত বস্তু স্থায়ী হইয়া গিয়াছে বিধায় কর্মে এবং বাস্ত ব জীবনে তাহার মধ্য হইতেই হারানো ঐতিহ্যকে পুণরুদ্ধার করিবে বলিয়া স্থির করিল। তাহারা ভাবিল এত মনোহর যে ফুল আর যে ফুলের গন্ধ এত সু–মিষ্ট কতিপয় নীচপ্রকৃতির দুরাত্মারা তাহারা বিনাস সাধন করিবে ইহা তাহারা মানিবে না। তাই তাহারা কোন প্রকার আপোষ না করিয়া যুদ্ধ ঘোষনা করিল। আবার কেহ কেহ যুদ্ধ ঘোষনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গোপনে উহাদের প্রসাদ দিয়া উহাদের মুখোশধারী মনকে জয় করিয়া মিশিয়া গেল এবং ইহাদের মধ্যে ও আবার দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং এমনি করিয়া আবার ও অস্থায়ী জগত হইতে অন্য আরও এক জগতের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। এ পর্যন্ত আসিয়া প্রশ্ন জাগিতে পারে কাহারা লাভবান হইল? বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যাহারা আপোষ করিল না, তাহারাই জয়ী এবং লাভবান। অন্য আরও একটিজগতে পদার্পন করিতে হইবে ইহা শশ্বত এবং সত্য। প্রথম দল এবং দ্বিতীয় দল শুধুমাত্র এ জগতেরই সুখ কামনা করিল বিধায় তাহারা এ জগতকে স্থায়ীরূপ মনে করিয়া অন্য জগতের পথের সঞ্চয় করিল না। তাহাদের জীবন হইল অন্যান্য জীবের মত কোনরকমে টিকিয়া থাকা এবং নতুন প্রজাতী আনয়ন করা। আর যাহারা আপোষ করিয়া সুবাসিত ফুলের সু–গন্ধকে ম্লান করিল তাহারা হইল মুখোশধারী এবং শেষ অবধি প্রথম এবং দ্বিতীয় দলের মাঝামাঝি অবস্থান করিল এই জন্য যে এতটা কষ্ট করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্য জগতের জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা নিজ হস্তে বিনষ্ট করিল। " লোভে পাপ, পাপে ধ্বংস" কথাটা বুলিমাত্র নহে, সত্য লোভের ফলে তাহাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটিল এবং ছোট জিনিষের মোহে বড় জিনিস তাহারা হারাইয়া ফেলিল আর সেই বড় জিনিস হইল মুল্যবোধ সৃষ্টি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ

যাহা চতুর্থ মৌলিকতার স্বার্থক ব্যাবহারের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা যায়। অন্য চারটি মৌলিকতার সংসবথান চতুর্থটিকে স্বার্থকরূপে ব্যাবহার করিতে পারিলে খুব সহজেই সমাধান করা যায়। যাহারা আপোষ করিল না তাহারা মুল্যবোধ সৃষ্টি এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পাশাপাশি অন্য চারটি মৌলিকতা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহানয়। এ সৃষ্টিরাজ্যে একটু কষ্ট করিলেই বাকি চারটি অনায়াসে পাওয়া যায় কিন্তু চতুর্থটি অর্জন করা যেমনি কঠিন তার স্বার্থক ব্যাবহার আরও কঠিন। তাই যাহারা এ কাজ করিল তাহারা সত্যি – সত্যি লাভবান নয় কি?

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, নাটোর, বাংলাদেশ, ২৭/০২/২০০৬